যুগান্তর

তারিখ ...... 3 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ...

চট্টগ্রামে স্কুলগুলো নির্বাচিত করছে অননুমোদিত বই

সহায়ক গ্রন্থের নামে অপাঠ্য বইয়ের রমরমা বাণিজ্য

নুপুর কান্তি দেব, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রামে পাঠ্যবইয়ের নামে অপাঠ্য বইয়ের রমরমা বাণিজ্য চলছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) তালিকাভুক্ত ছাড়া অন্য কোন বই সহায়ক গ্রন্থ না করার নির্দেশ থাকলেও অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলে তা মানা হচ্ছে না। সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে নিম্নমানের ভুলে ভরা বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার বিনিময়ে একশ্রেণীর স্কুল শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটি সংশ্লিষ্ট বইয়ের প্রকাশক এবং লেখকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে চড়াদামে এসব বই অভিভাবকরা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। অপাঠ্য বইকে পাঠ্য বইয়ে রূপান্তর করার ফলে শিক্ষার্থীরা ক্রমেই মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে। এছাড়া একেক স্কুলে একেক ধরনের বই সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কিনতে বাধ্য করায় অভিভাবকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৯০টি। এর মধ্যে সরকারি স্কুল রয়েছে ৩৬টি। বছরের শুরুর তিন মাস জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চে এ রমরমা বাণিজ্য চলে। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের শুরুতে নানা খ্যাত ও অখ্যাত প্রকাশনা সংস্থার নিয়োগকৃতরা এ ব্যবসায় নেমে পড়ে। বছরের পর বছর স্কুল শিক্ষক ও প্রকাশকদের রমরমা এ বাণিজ্য চললেও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের কার্যকরী কোন উদ্যোগ নেই। শুধু বছরের শুরুতেই সরকারি সংস্থা এনসিটিবির নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের তালিকা স্কুলে স্কুলে পাঠানো ছাড়া যেন শিক্ষা অফিসের এ ব্যাপারে আর কোন ভূমিকা নেই। দীর্ঘদিন ধরে অনেক স্কুলে অপাঠ্যবইকে পাঠ্যবই হিসেবে চালিয়ে রমরমা বাণিজ্য চলছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, মাধ্যমিক স্তরে এনসিটিবির বাইরে বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণ দ্বিতীয় পত্র, বাংলা ও ইংরেজি সংকলনের (গল্প) চারটি বিষয় নিয়েই মূলত পাঠ্যবই বাণিজ্য চলে। এসব বই পাঠ্য করার ব্যাপারে প্রতি বছরের শুরুতে এনসিটিবি থেকে তালিকা স্কুলে পাঠানো হয়। কিন্তু তালিকা অনুযায়ী এ ৪টি সহায়ক গ্রন্থ স্কুলে পাঠ্য বাণিজ্য : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

বাণিজ্য : চট্টগ্রামে

(৩য় পৃষ্ঠার পর) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা পরে আর কোন খবর নেয়া হয় না। কঠোরভাবে তদারকি না থাকায় বিভিন্ন স্কুল বিভিন্ন লেখক ও প্রকাশনা সংস্থার পুস্তক ইচ্ছেমতো পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ স্কুলে পাঠ্যপুস্তক সিলেকশন কমিটি থাকলেও এ কমিটি বা স্কুল প্রধানরা বাইরের গুণগতমানের চেয়ে বেশি নজর দেন অর্থের দিকে। যে প্রকাশনা সংস্থা যত বেশি টাকা ডোনেশন দেয়, সে প্রকাশনা সংস্থার বই পাঠ্য তালিকার জন্য নির্ধারিত বা মনোনীত করা হয়।

সূত্র জানায়, একেকটি বই পাঠ্য তালিকা করার জন্য অধিকাংশ স্কুলকে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ডোনেশন বা চাঁদা দিতে হয়। তবে যেসব স্কুলে ছাত্রছাত্রী বেশি সেখানে এর চেয়ে টাকা বেশি দিতে হয়। বিদ্যালয়গুলোতে মোটা অংকের টাকা দিয়ে প্রকাশনা সংস্থাগুলো পাঠ্যবইয়ের অস্বাভাবিক হারে দাম নির্ধারণ করেছে। এসব বই বাজার থেকে অন্যান্য পাঠ্যবইয়ের তুলনায় বেশি দামে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। এনসিটিবি তালিকাভুক্ত সহায়ক গ্রন্থগুলো চাহিদা অনুসারে বাজারে না থাকায় যেসব স্কুলে এসব বই পাঠ্য করা হয়েছে সেসব স্কুলের শিক্ষার্থীদের অনেকে এখনও বই পায়নি। অন্যদিকে পাঠ্যবইয়ের উপযোগী নয়, বিভিন্ন লেখকের অপাঠ্যবইগুলোতে বাজার সয়লাব হয়ে আছে। এসব বইয়ের দামও চড়া। বিক্রেতারা অভিযোগ করেন, যেহেতু স্কুলগুলোতে মোটা অংকের ডোনেশন দিয়ে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এসব বই কিনতে বাধ্য। অন্যান্য বই ৪০ থেকে ৫০ ভাগ কমিশনে পাওয়া যায়, আর এসব বইয়ে ১৫ থেকে ২০ ভাগ কমিশন দেয়া হচ্ছে।